ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৬ মার্চ ২০২৫

খসড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবসাইটে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে মতামত প্রদানের জন্য 'খসড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫' প্রকাশ করা হয়। এই প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) উক্ত খসড়া নীতিমালার ওপর পর্যালোচনা সম্পন্ন করে এবং সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করে।

টিআইবি'র পর্যালোচনা ও সুপারিশ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবসাইটে ২০২৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি *খসড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫* মতামত প্রদানের জন্য প্রকাশিত হয়। এই প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এই খসড়া নীতিমালার পর্যালোচনা এবং সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করছে:

অনুচ্ছেদভিত্তিক পর্যালোচনা এবং সুপারিশ:

পর্যালোচনা: ১.১ নম্বর প্রিএম্বলে ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি), ডেল্টা প্ল্যান-২১০০সহ জলবায়ু সংক্রান্ত অন্যান্য পরিকল্পনার লক্ষ পূরণের কথা বলা হলেও ইনটেন্ডেড ন্যাশন্যালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (আইএনডিসি) এবং প্যারিস চুক্তিতে কার্বন হ্রাসের যে প্রতিশ্রুতি ও লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: এক্ষেত্রে ১.১ নম্বর অনুচ্ছেদ **'প্রিএম্বলে'** সুনির্দিষ্টভাবে ইনটেন্ডেড ন্যাশন্যালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (আইএনডিসি) এবং প্যারিস চুক্তির কার্বন নির্গমন হ্রাসের লক্ষ অর্জনের বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।

পর্যালোচনা: ১.২ নম্বর অনুচ্ছেদে 'সংজ্ঞা'য় 'গ্রিন এনার্জি'কে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদিত জ্বালানি এবং 'গ্রিন হাইড্রোজেন' কে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে উৎপাদিত হাইড্রোজেন বলা হয়েছে এবং **১.৩ নম্বর অনুচ্ছেদে 'স্কোপ অফ দা পলিসিতে'** ওয়েস্ট টু এনার্জি (ডব্লিউ.টি.ই) এবং 'গ্রিন হাইড্রোজেন'কে 'রিনিউবল এনার্জি রিসোর্স' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত ওয়েস্ট বা বর্জ্য এবং গ্রিন হাইড্রোজেন নেচারালি রেপ্লেনিশড বা প্রাকৃতিক কোনো জ্বালানি উৎস নয় বরং এর কিছু সমালোচনা রয়েছে যে এটা দহন প্রক্রিয়ায় কার্বন নির্গমন করে এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। একইসাথে, **৫.১২.১ অনুচ্ছেদে** অন্যান্য নবায়নযোগ্য উৎসের মধ্যে 'গ্রিন হাইড্রোজেন' এর সাথে সকল প্রকার হাইড্রোজেনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস নয়। হাইড্রোজেনকে টেকসই জ্বালানির অন্যতম উৎস হিসেবে কার্যকর করার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর নির্ভরতা প্রতিষ্ঠা করার বৈশ্বিক এজন্ডা রয়েছে।[১] বিভিন্ন জ্বীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানি কর্তৃক গ্যাস টারবাইনকে হাইড্রোজেন টারবাইনে রূপান্তর করে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বাণিজ্যিকভাবে নিরাপদ এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে সহায়ক বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু, এই দাবির প্রেক্ষিতে জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে, এই প্রযুক্তি অর্থনৈতিকভাবে অদক্ষ, অপ্রয়োজনীয় এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া, প্রযুক্তিটি এখন পর্যন্ত পরীক্ষামূলক এবং অপ্রমাণিত যা জাপানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যর্থ হয়েছে।[২] [৩] [৪]

সুপারিশ: এক্ষেত্রে ১.২ নম্বর অনুচ্ছেদে রিনিউবল এনার্জি, গ্রিন হাইড্রোজেন, গ্রিন এনার্জি ও ক্লিন এনার্জি কে বিজ্ঞানসম্মত ও সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এছাড়া, **১.৩ নম্বর অনুচ্ছেদে** সম্ভাবনা যাচাই সাপেক্ষে 'ওয়েস্ট টু এনার্জি' উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি, ক্লিন ও গ্রিন হাইড্রোজেনের নামে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরো সচেতনভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নীরিক্ষা সাপেক্ষে নীতি নির্ধারণ জরুরি।

[১] কপ২৯-এ যে আলোচ্যসূচি, বিস্তারিত দেখুন: COP29 Presidency Action Agenda Letter
[২] Japan's "hydrogen society" policy "has clearly been a complete failure" বিস্তারিত দেখুন: https://newatlas.com/energy/japan-hydrogen-policy-failure/
[৩] Climate change: Is 'blue hydrogen' Japan's answer to coal? বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/news/world-asia-59525480
[৪] Japan's 'hydrogen economy' runs the risk of being powered by coal; বিস্তারিত দেখুন: https://www.japantimes.co.jp/life/2022/04/18/environment/japan-energy-hydrogen-coal/

পর্যালোচনা: ২.২ নম্বর অনুচ্ছেদে 'উদ্দেশ্য' অংশে বিদ্যুতের মূল্য হ্রাস, নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণসহ জ্বালানি নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই নীতিতে খাতভিত্তিক নীতিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কিভাবে বাস্তবায়ন করবে তার রূপরেখা অনুপস্থিত। এছাড়া, যথাযথভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, মান নির্ধারণ ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার কথা বলা হলেও বিনিয়োগকারিদের সুযোগ-সুবিধা, সুরক্ষা ও অন্যান্য প্রণোদনা সম্পর্কে কোনো দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। এছাড়া, এই অনুচ্ছেদে 'আরই টার্গেটস' এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু আইইপিএমপি, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (২০২২-২০৪১), আইএনডিসি বা অন্য কোন সুনির্দিষ্ট টার্গেটকে ভিত্তি করে করা হয় নি। উপরন্তু, গ্রিন এনার্জি বলতে 'নিউক্লিয়ার এনার্জি'কেও বুঝানো হচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। যদি তাই হয় তবে তার ভুল ব্যাখ্যা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

সুপারিশ: নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ও নীতি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকা আবশ্যক এবং এই বিষয়ে নীতিতে স্পষ্টভাবে দিক নির্দেশনা দিতে হবে। এছাড়া, নীতিতে 'আরই টার্গেটস' এর সংজ্ঞাসহ এর অর্ন্তভূক্ত বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

পর্যালোচনা: ৩.৪ নম্বর অনুচ্ছেদে 'ওয়েস্ট টু এনার্জি' উৎপাদনে 'ইনসিনারেশন টেকনোলজি'র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, এই প্রযুক্তি ব্যবহারে কার্বন নির্গমনের সম্ভাবনা থাকলেও এই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে এই নীতিতে।

সুপারিশ: ইনসিনারেশন প্রযুক্তিসহ যেসব প্রযুক্তি ব্যবহারে কার্বন নির্গমনের সম্ভাবনা আছে সেগুলো ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদানে সতর্ক ও সচেতন থাকা জরুরি। 'ওয়েস্ট টু এনার্জি' উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয় তবে তা যথা উপযুক্ত উপায়ে করতে হবে এবং এই সংক্রান্ত নির্দেশনা নীতিতে থাকতে হবে।

পর্যালোচনা: ৩.৬ নম্বর অনুচ্ছেদে 'অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস' হিসেবে 'গ্রিন হাইড্রেজেন এনার্জিকে' একটি শক্তির উৎস হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু, গ্রিন হাইড্রেজেন এনার্জি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কিনা তা নিয়ে বির্তক রয়েছে।

সুপারিশ: 'গ্রিন হাইড্রেজেন এনার্জি'র নামে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরো সচেতনভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নীরিক্ষা সাপেক্ষে নীতি নির্ধারণ জরুরি।

পর্যালোচনা: ৪.০ নম্বর অনুচ্ছেদে এই নীতি বাস্তবায়নের **মূল কর্তৃপক্ষ** নিয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নি। এই অনুচ্ছেদে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়ার্কে নীতিগত উদ্দেশ্য অর্জনে স্রেডাসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কর্তৃপক্ষ/ইউটিলিটিগুলোর সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বিদদ্যুৎ খাত সংক্রান্ত নীতি তৈরি ও বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব বিদ্যুৎ বিভাগের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একইসাথে, স্রেডাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় নি। একদিকে, বিদ্যুৎ বিভাগ খসড়া এই নীতিটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছে এবং সর্বসাধারণের কাছে মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছে। অন্যদিকে নীতিটির বিভিন্ন অংশে **(অনুচ্ছেদ ৪.২, ৫.১.১, ১২.২)** স্রেডাকে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে 'নোডাল এজেন্সী' বলা হচ্ছে। কিন্তু নীতি বাস্তবায়নসহ উদ্ভাবন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে স্রেডার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতিসহ জনবল সংকট রয়েছে।

সুপারিশ: একটি নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ছাড়াও ভূমি, পরিবেশ, কৃষি, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের ছাড়পত্র ও অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে এই নীতিতে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের রূপরেখা ও এসংক্রান্ত নির্দেশনা থাকা জরুরি। পাশাপাশি স্রেডাকে যদি এই নীতি বাস্তবায়নের মূল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বা নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর-সংক্রান্ত কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে *টেকসই এবং* ***নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনের*** মাধ্যমে স্রেডাকে একটি **স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান**সহ এর কারিগরি, জনবল এবং অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৪.১২ নম্বর অনুচ্ছেদে একটি 'সাসটেইনেবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠার উল্লেখ থাকলেও এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হয় নি।

সুপারিশ: এক্ষেত্রে এ তহবিল বা ফান্ড প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশনা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫ নম্বর অনুচ্ছেদসহ নীতির বিভিন্ন অংশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারের কথা বলা হলেও 'প্রসার' এর সংজ্ঞা এই নীতির ১.২ **অনুচ্ছেদে** দেওয়া হয় নি। এছাড়া, অনুচ্ছেদ ৫.৪, ৫.৫, ৫.৬, ৫.৭, ৫.৯, ৫.১০, ৫.১১, ৫.১২ এবং ৫.১৩ -এ বিভিন্ন ধরনের নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও প্রসারের ক্ষেত্রে কি ধরনের

উদ্যোগ এবং কোন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হবে এবং এই প্রনোদনা কে দেবে এবং কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেবে তা উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: নীতির **১.২ অনুচ্ছেদে** 'সংজ্ঞা' অংশে 'প্রসার' এর সংজ্ঞা দিতে হবে এবং কোন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হবে, কে দিবে, কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দিবে তা উল্লেখ করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.১.২ নম্বর অনুচ্ছেদে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত প্রোগ্রাম ও প্রকল্পের জন্য স্রেডাকে একটি রোডম্যাপ/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এই নীতি চূড়ান্ত অনুমোদনের কতদিনের মধ্যে এই রোডম্যাপ/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে তার সময়াবদ্ধ কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয় নি।

সুপারিশ: নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত প্রোগ্রাম ও প্রকল্পের অর্থায়ন, বাস্তবায়ন ও এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির জন্য সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.১.৪ নম্বর অনুচ্ছেদে 'আরই প্রজেক্ট' ডেভলপারদের তাদের প্রজেক্ট ও জেনারেশন রেকর্ড সম্পর্কে স্রেডাকে জানাতে হবে। জবাবদিহি নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশনা নি:সন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, এটা স্পষ্ট নয় যে কোন পরিসরে এবং কোন কোন বিষয়গুলো জানাতে হবে সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা নেই।

সুপারিশ: এক্ষেত্রে জানানোর বিষয়টা আরো স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করতে হবে। যেমন, কোন পরিসরে এবং কোন কোন বিষয়গুলোজানাতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা থাকা জরুরি। এই বিষয়টি নিশ্চিতে রেজিস্ট্রেশন বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে কিনা তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.২ নম্বর অনুচ্ছেদে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারের কথা উল্লেখ থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে প্রসারের জন্য কোন প্রণোদনা, সুনির্ধারিত কোনো পলিসি সাপোর্ট, বিজ্ঞপ্তি (অ্যাডভারটাইজিং), প্রাইভেট-পাবলিক সম্পৃক্তকরণ সম্পর্কিত কোন কিছু বলা হয় নি। **৫.২.২ নম্বর অনুচ্ছেদে** দেশের ভিতরে 'আরই হাব' তৈরি করার কথা বলা হলেও কোনো টাইমফ্রেম দেওয়া হয় নি। ৫.২.৩ **নম্বর অনুচ্ছেদে** বিপিডিবি এবং পিজিবির সাথে সমন্বয় করে স্রেডার নিয়মিত নতুন চাহিদা ঘোষনা করার কথা বলা হয়েছে যেটা সুস্পষ্ট নয়। এছাড়া, **৫.২.৪ নম্বর অনুচ্ছেদে** বলা হয়েছে সরকার একটি গাইডলাইন তৈরি করবে। এক্ষেত্রে সরকার বলতে স্রেডাকে বুঝানো হয়েছে নাকি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে তাও সুস্পষ্ট নয়।

সুপারিশ: নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারের জন্য প্রণোদনা, সুনির্ধারিত পলিসি সাপোর্ট, বিজ্ঞপ্তি (অ্যাডভারটাইজিং), প্রাইভেট-পাবলিক সম্পৃক্তকরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তিকরনসহ 'আরই হাব' তৈরি করার সুনির্দিষ্ট টাইমফ্রেম উল্লেখ করতে হবে (হতে পারে ২০৩০ বা এরকম)। এছাড়া, নিয়মিত নতুন চাহিদা ঘোষনা করার এবং গাইডলাইন তৈরিতে স্রেডার ভূমিকা ও দায়িত্বগুলোকে আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.৩.৭ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রজেক্ট ডেভলপারদের সেফটি কোড মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, কোন সেফটি কোড এবং কোন আইনের অধীনে তা উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: এক্ষেত্রে কোন সেফটি কোড এবং কোন আইনের অধীনে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.৩.৮ নম্বর অনুচ্ছেদে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে শিল্প-কারখানায় 'ওপেন এক্সেস পাওয়ার ট্রান্সমিশন' এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, এই প্রক্রিয়া চালু করার আগে যথাযথ গবেষণা ও পরীক্ষামূলক ট্রান্সমিশন সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয় নি এবং সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করবে তা সুনির্ধারিতভাবে উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: 'ওপেন এক্সেস পাওয়ার ট্রান্সমিশন' প্রক্রিয়া চালুর জন্য যথাযথভাবে গবেষণা করা এবং পরীক্ষামূলক ট্রান্সমিশন সম্পাদন করার নির্দেশনা প্রদানসহ যে প্রতিষ্ঠান এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করবে তা হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.৪ নম্বর অনুচ্ছেদে 'সোলার ইরিগেশন' এর প্রসারের কথা বলা হলেও ট্যাক্স, ট্যারিফ, ঋণ সুবিধা এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে ব্যবস্থাপনার বিধিনিয়মের কথা বলা হয় নি। সাথে সাথে 'সোলার ইরিগেশন' কিভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হবে তা উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: এক্ষেত্রে ট্যাক্স, ট্যারিফ, ঋণ সুবিধা এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ব্যবস্থাপনায় বিধিনিয়ম এবং পরিচালনাকারি প্রতিষ্ঠান কে হবে তা সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.৫ নম্বর অনুচ্ছেদে ' রিনিউয়েবল এনার্জি ফর চার্জিং ইলেকট্রিক ভেসেল অ্যান্ড ব্যাটারি সোয়াপিং স্টেশনস ' এর প্রসারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, ট্যাক্স, ট্যারিফ, ঋণ সুবিধাসহ নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান কে হবে তা উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: এক্ষেত্রে ট্যাক্স, ট্যারিফ, ঋণ সুবিধাসহ নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.৬.৪ নম্বর অনুচ্ছেদে স্রেডাকে 'ভাসমান সৌর প্রকল্প' নির্মাণের গাইডলাইন তৈরি করার দায়িত্ব প্রদান করা হলেও ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো 'ভাসমান সৌর প্রকল্প' নির্মাণে সরকারের কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করবে তা উল্লেখ করা হয় নি। এই চুক্তি কি বিদ্যুৎ বিভাগ করবে নাকি স্রেডা করবে তাও স্পষ্ট করা হয় নি। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগ চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠান হলে, স্রেডার ভূমিকা এখানে কি হবে তা উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো চুক্তি করবে, এবং চুক্তির ক্ষেত্রে স্রেডার ভূমিকা কি থাকবে তা উল্লেখ থাকতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.৬.২ নম্বর অনুচ্ছেদে 'ভাসমান সৌর প্রকল্প' নির্মাণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে 'জলশয়' (ওয়াটার বডি) বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, সরকারের কোন প্রতিষ্ঠানের এই দায়িত্ব থাকবে তা উল্লেখ নেই। সাথে সাথে কোন প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পগুলো পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করবে তা উল্লেখ নেই। এছাড়া, এই অনুচ্ছেদে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে কিছু বলা হয় নি।

সুপারিশ: জলশয় বরাদ্দ, প্রকল্প পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান দায়িত্বে থাকবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। একই সাথে এই অনুচ্ছেদে পরিবেশ অধিদপ্তরের সুনির্ধারিত ভূমিকা উল্লেখ করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.৮.১ নম্বর অনুচ্ছেদে বায়ু শক্তি (উইন্ড এনার্জি) উৎপাদন লক্ষ পূরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন পরিকল্পনাকে (উদাহরণ: আইইপিএমপি, এমসিপিপি) অনুসরণ করে এই লক্ষ পূরণের কথা বলা হচ্ছে তা উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: এক্ষেত্রে বায়ু শক্তির জন্য কোন পরিকল্পনাকে অনুসরণ করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.৯.৬ নম্বর অনুচ্ছেদে 'বায়ো-ফুয়েল' উৎপাদন এবং ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে বলে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে 'বায়ো-ফুয়েল' এর ব্যবহারের কি ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পরবে এবং কে/ কিভাবে এই নেতিবাচক প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করবে/ করা হবে তা উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: এক্ষেত্রে কি ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পরবে এবং কে এই প্রভাব / কিভাবে এই প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.১০ নম্বর অনুচ্ছেদে 'প্রমোশন অফ ওয়েস্ট টু এনার্জি প্রজেক্ট' এর ক্ষেত্রে ট্যারিফ নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় স্রেডার ভূমিকা কি থাকবে তা উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: এক্ষেত্রে ওয়েস্ট টু এনার্জি প্রজেক্ট' এর ক্ষেত্রে ট্যারিফ নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় স্রেডার ভূমিকা সুস্পষ্ট করে দিতে হবে।

পর্যালোচনা: ৫.১২ নম্বর অনুচ্ছেদে 'অন্যান্য নবায়নযোগ্য উৎস' এর ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলা হয়েছে। কিন্তু, সুনির্ধারিত কোন প্রতিষ্ঠানের নাম বলা হয় নি।

সুপারিশ: সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠানের নাম বলতে হবে (সেক্ষেত্রে স্রেডা হতে পারে)।

পর্যালোচনা: ৫.১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে 'ইনোভেশন এবং পাইলট প্রজেক্ট' এর ক্ষেত্রে দেশে নতুন প্রযুক্তি প্রসারের জন্য কাজ করবে বলা হয়েছে। তবে, সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান এই কাজ করবে তা উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ থাকতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে স্রেডা মূখ্য প্রতিষ্ঠান। সেক্ষেত্রে স্রেডাকে দায়িত্ব দিতে হবে।

পর্যালোচনা: ৬.০ নম্বর অনুচ্ছেদে (বিশেষ করে ৬.৩ নম্বর অনুচ্ছেদে) 'আরই প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্টে'র জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ভূমি (যেমন, পতিত জমি, খাস জমি, চর, নদী তীরের জমি ইত্যাদি) বরাদ্দ দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু, 'আরই প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্টে'র ক্ষেত্রে সামাজিক এবং পরিবেশগত দিকগুলো বিবেচনা করার নির্দেশনা যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয় নি।

সুপারিশ: যথাযথভাবে 'এনভারমেন্টাল এবং সোশ্যাল অ্যাসেসমেন্ট', 'এনভারমেন্টাল মনিটরিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট প্লান' ছাড়া কোন জমি বরাদ্দ দেওয়া যাবে না, ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে (যেমন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ইত্যাদি) সম্পৃক্ত করতে হবে- এরূপ স্পষ্ট নির্দেশনা নীতিতে থাকতে হবে।

পর্যালোচনা: ৬.৬ নম্বর অনুচ্ছেদে 'Using Public Land' বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা নীতি নির্ধারনী নথিতে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। এরূপ বাক্যাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে যেকোনো জমি অধিগ্রহণে সরকারি ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপকে বৈধতা দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে আইনের ধারার অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। এছাড়া, **১৪.২ নম্বর অনুচ্ছেদে** 'ইজিনেস অফ ইনভারমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স প্রসিডিউর ফর আরই প্রজেক্ট'-এই বাক্যে **'Easiness'** শব্দটি পরিবেশ ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অপব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

সুপারিশ: **'Using Public Land'**, **'Easiness'**সহ পুরো নীতিতে যত সংবেদশীল শব্দ বা বাক্যাংশ আছে যার ভুল ব্যাখ্যা তৈরি হওয়া এবং অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ আছে, সেগুলো সচেতনভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাদ দিতে হবে।

পর্যালোচনা: ৮.২ নম্বর অনুচ্ছেদে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরঞ্জাম উৎপাদনের উপাদান ও কাচাঁমাল থেকে ভ্যাট এবং আমদানী শুল্ক এবং নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন শিল্পকে কর্পোরেট আয়কর থেকে অব্যাহতি এবং বিভিন্ন প্রণোদনা দেয়ার নির্দেশনা থাকলেও ভোক্তার ক্ষেত্রে এ ধরণের কোনো বিষয় উল্লেখ নেই।

সুপারিশ: এই নীতিতে ভোক্তা পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বিশেষত গৃহস্থালিতে 'নেট মিটারিং' এবং 'সোলার ইরিগেশন পাম্প' উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দেয়ার নির্দেশনা থাকতে হবে।

পর্যালোচনা: 'কার্বন মার্কেট' বিষয়ক ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে 'কার্বন ট্রেডিং'কে 'লো কার্বন ইকোনমি' প্রসারের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে দেখা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির ২০২৪ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বিশ্বের জ্বালানী সম্পর্কিত CO_2 নির্গমন ১.১% বেড়ে ৩৭.৪ বিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যার ৬৫% আসে কয়লা থেকে।[৫] বাংলাদেশও ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে ১১৫ মিলিয়ন টন বাড়তি কার্বন ডাইআক্সাইড নিঃসরণ করবে,[৬] যা কার্বন নিঃসরণ কমানো সংক্রান্ত সরকারের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে সাংঘর্ষিক। জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানির লবিস্টরা প্যারিস চুক্তির ধারা ৬ সংযোজনে সফল হয়েছে এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কঠিন কোনো শর্ত না দিয়ে বরং তাদের জন্য কার্বন ক্রয় ও বিক্রয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে।[৭] এমতবস্থায়, নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে 'কার্বন ট্রেডিং' গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই নীতির অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলোর সাথে সংযোগবিহীন করে রাখা হয়েছে। এছাড়া, 'কার্বন ট্রেডিং' এর সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় নি।

সুপারিশ: বাংলাদেশে 'কার্বন ট্রেডিং' এর সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

পর্যালোচনা: ১৭.০ নম্বর অনুচ্ছেদে দুইটি পর্যায়ে (ফেইজ) নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১ম ফেইজে ২০৩০ সালের মধ্যে ৬১৪৫ মেগাওয়াট (২০ শতাংশ) এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ১৭৪৭০ মেগাওয়াট (৩০ শতাংশ)। এই একই নীতির ২০২২ সালের সংস্করণসহ পরের সবগুলো খসড়াতেই ২০৪০ সালের মধ্যে এখাত থেকে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছেলো। কিন্তু, সর্বশেষ এই সংস্করণে তিন হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন লক্ষমাত্রা কমিয়ে আনা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ কি লক্ষমাত্রা নির্ধারণে পিছিয়ে থাকবে নাকি অগ্রগামী হবে?

সুপারিশ: মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনাসহ অন্যান্য পরিকল্পনাগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানির ৩০ শতাংশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ জ্বালানি নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

---

[৫] আইইএ, ২০২৪। বিস্তারিত দেখুন: https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2023/executive-summary, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪/০২/২০২৫

[৬] মার্কেট ফোর্স ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.marketforces.org.au/bangladesh-choked-by-coal/

[৭] টিন ভোগ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.teenvogue.com/story/un-climate-change-conferences-fossil-fuel-industry

পর্যালোচনা: ১৯.০ নম্বর অনুচ্ছেদে বিশেষ করে ১৯.২ এর এই নীতির কোনো কিছুতে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হলে তার ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান এই ব্যাখ্যা প্রদান করবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয় নি। অন্যদিকে, এর ফলে ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা প্রদানের সম্ভাবনা থাকে যা অনেকসময় স্বেচ্ছাচারিতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সুপারিশ: এক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোকে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

এছাড়া, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিতে করণীয় সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা এই খসড়া নীতিতে নেই। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি দিকনির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে:

১) নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে নীতি করায়ত্ত বন্ধ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধসহ এ খাত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় জাবাবদিহি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।
২) কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ক্রয় সম্পাদনে উন্মুক্ত-পদ্ধতি ব্যবহারসহ জাতীয় ক্রয় আইন ও নীতি পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করাসহ এ খাতের সকল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রয় সম্পাদনে ই-জিপি পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত।
৩) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ও সংবেদনশীল এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বন্ধ করা এবং প্রতিটি প্রকল্পের আগে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন সাপেক্ষে অগ্রসর হওয়া।
৪) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করে প্রকল্পের পরিকল্পনা, চুক্তির শর্ত নির্ধারণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করা।
৫) নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য তহবিল বরাদ্দ এবং গবেষণা ও শিল্পখাতের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করা।
৬) নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় তরুণ সমাজের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে করনীয়।

সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. **জাতীয় জ্বালানি নীতি বনাম নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি:** বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য একটি জাতীয় নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন থাকলেও সরকার এখন পর্যন্ত কোনো 'জ্বালানি নীতি' প্রণয়ন করেনি। জ্বালানি নীতি না থাকায় এখাত নিয়ে সরকারের দীর্ঘমেয়াদে পরিকল্পনা ও লক্ষ্য সম্পর্কে জনগণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ধারণা স্বচ্ছ নয়। সার্বিকভাবে, নীতি কাঠামোগত দুর্বলতা ও পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা প্রনয়নসহ এখাতে বিনিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দাতানির্ভর এবং খাতটি একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কাছে জিম্মি যা সদ্য প্রকাশিত শ্বেতপত্রেও উঠে এসেছে।

২. **নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন লক্ষমাত্রা নির্ধারণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা, "গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণ ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে" বাস্তবায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার নাগরিকদের জন্য সবুজ, সুলভ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও সরকারি বিভিন্ন নথিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েছে। ২০০৮ সালে রিনিউয়েবল এনার্জি পলিসিতে বলা হয়েছিলো ২০২০ সালে রিনিউয়েবল এনার্জি উৎপাদন লক্ষমাত্রা ১০%। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৮] অন্যদিকে, আপডেটেড ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (এনডিসি-২০২১) অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি মিশ্রণে ৩০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[৯] এ ছাড়া, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (২০২২-২০৪১)-এ ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৩০ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশ জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[১০] যদিও ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি-২০২৩)-এ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ২০৪১ এবং ২০৫০ এর মধ্যে জ্বালানি উৎপাদনের

[৮] ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), বিস্তারিত দেখুন: https://plandiv.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/files/d000894c_b0e4_4aad_a944_c639fe44a76d/8th%20Five%20Year%20Plan%20Bangla%20Full%20Book%20(14).pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪/০২/২০২৫

[৯] Nationally determined contributions (NDCs), 2021, Bangladesh (Updated): 26.08.2021, বিস্তারিত দেখুন: https://www.undp.org/bangladesh/publications/nationally-determined-contributions-2021-bangladesh, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪/০২/২০২৫

[১০] মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (২০২২-২০৪১), বিস্তারিত দেখুন: https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/publications/f6c2ae73_30eb_4174_9adb_022323da1f39/Mujib%20Climate%20Prosperity%20Plan%202022-2041.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪/০২/২০২৫

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে মাত্র ২.৮ শতাংশ এবং ৪.৪ শতাংশ।[১১] কিন্তু পরিকল্পনা ও নীতিকাঠামোর সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের বাস্তবতা সঙ্গতিপূর্ণ হয় নি। জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্তমান অংশ মাত্র ৩.৭ শতাংশ।[১২] প্রশ্ন হচ্ছে, কোন লক্ষমাত্রাকে অনুসরণ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে এগিয়ে যাবে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও অংশীজন?

৩. **নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে সরকারের পদক্ষেপ:** নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে সরকারের অঙ্গীকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা অর্জনে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস এবং জ্বালানি মিশ্রণে নবানয়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধি- এমন মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে একটি সামগ্রিক জ্বালানি নীতি তৈরি ও তার আলোকে অন্যান্য নীতি-পরিকল্পনা তৈরি ও কার্যকর করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে টিআইবি জ্বালানি নীতি প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছে সরকারকে।[১৩] নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়গুলো একটি সামগ্রিক/জাতীয় জ্বালানি নীতির আওতায় থাকবে নাকি এর জন্য একটি স্বতন্ত্র নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি প্রয়োজন- এই বিষয়ে গত চার বছরে এই নীতির খসড়া প্রনয়ণকালে কখনো কোন গণশুনানি, অধিপরামর্শ সভা, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও) কিংবা জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের সাথে কার্যকর কোনো মতবিনিময় সভা হয় নি। তদুপরি, নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে সরকারের এই নীতি প্রণয়নের উদ্যোগকে স্বাগত জানায় টিআইবি।

---

[১১] Integrated Energy and Power Master Plan (IEPMP) 2023, বিস্তারিত দেখুন: https://powerdivision.portal.gov.bd/sites/default/files/files/powerdivision.portal.gov.bd/page/4f81bf4d_1180_4c53_b27c_8fa0eb11e2c1/IEPMP%202023.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪/০২/২০২৫

[১২] মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (২০২২-২০৪১), বিস্তারিত দেখুন: https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/publications/f6c2ae73_30eb_4174_9adb_022323da1f39/Mujib%20Climate%20Prosperity%20Plan%202022-2041.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ২৪/০২/২০২৫

[১৩] বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সবার আগে প্রয়োজন কার্যকর জাতীয় নীতি এবং তার আলোকে আইইপিএমপি: টিআইবি-বাপার যৌথ অধিপরামর্শ সভায় বক্তারা, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/press-release/6502